মাজহাবে আহলেবাইত (আ.)’ এর অনুসারে চিংড়ি খাওয়ার বিধান

সংকলকঃ
এইচ. এইচ. এস. আসিফ আলী ইমামী

Maqtabethaqalayn.com

মাজহাবে আহলেবাইত (আ.) এর অনুসারে চিংড়ি খাওয়ার বিধান

সংকলকঃ
এইচ. এইচ. এস. আসিফ আলী ইমামী

প্রকাশকঃ
মাক্তাবে সাকালাইন

www.maqtabethaqalayn.com

Maqtab e Taqalayn

Maqtab e Thaqalayn

maqtabthaqlayn@gmail.com

01924892101

47/1, Projapara, Pirganj, Rangpur.

Amin e Maqtab e Thaqalayn
HHS Asif Ali Imamy

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি আমাদের জন্য উত্তম ও পবিত্র বস্তুসমূহকে হালাল করেছেন। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দিশারী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর পবিত্র আহলে বাইত (আ.)-এর ওপর, যাঁরা দ্বীনের প্রকৃত ধারক, বাহক এবং সঠিক পথের দিশারী।

মাজহাবে আহলে বাইত বা শিয়া ফিকহের একটি মৌলিক মূলনীতি হলো—আমরা আমাদের দ্বীনের প্রতিটি বিধি-বিধান, আকিদা এবং আমল সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর পবিত্র আহলে বাইত (আ.)-এর শিক্ষা থেকে গ্রহণ করি। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র সুন্নাহ এবং আল্লাহর কিতাবের প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়ার একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস হলো তাঁর বংশধর বা আহলে বাইত (আ.)। আমরা বিশ্বাস করি, দ্বীনি বিষয়ে তাঁদের নির্দেশনা অভ্রান্ত এবং কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতের জন্য নাজাতের একমাত্র উসিলা।

সামুদ্রিক খাবারের শরয়ী বিধান নিয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভিন্ন মতামত প্রচলিত থাকলেও, আহলে বাইত (আ.)-এর অনুসারীদের কাছে এর মাপকাঠি অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। বিশেষ করে চিংড়ি (ইরবিয়ান) খাওয়ার বিষয়টি নিয়ে অনেক সময় বিভিন্ন মহলে কৌতূহল ও অস্পষ্টতা দেখা যায়। সাধারণত শিয়া ফিকহ বা জাফরি মাযহাবে সামুদ্রিক প্রাণীদের মধ্যে শুধুমাত্র আঁশযুক্ত মাছ খাওয়ার অনুমতি থাকলেও, চিংড়িকে একটি বিশেষ ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। হাদীসের আলোকে দেখা যায়, ইমামগণ চিংড়িকে কেবল জায়েজই বলেননি, বরং একে মাছের একটি বিশেষ প্রজাতি (জরবুন মিনাস সামাক) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটিতে আমরা নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ (যেমন: ওয়াসাইলুশ শিয়া, আল-কাফী) এবং মহান ইমামগণের বাণী থেকে চিংড়ি খাওয়ার বৈধতা এবং এর পেছনের হিকমতসমূহ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আশা করি, এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা পাঠকদের অস্পষ্টতা দূর করতে এবং পবিত্র আহলে বাইত (আ.)-এর প্রকৃত ফিকহ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভে সহায়ক হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে সত্য পথে অটল রাখুন। আমীন।

Maqtabethaqalayn.com

1 [30181] ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن عمر بن حنظلة ، قال : حملت الربيثا (1) يابسة في صرة ، فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) ، فسألته عنها ، فقال : كلها ، وقال : لها قشر .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير (2) .
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير (3) .
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (4) .

2 [30182] ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، قال : أهدى فيض ابن المختار إلى أبي عبد الله (عليه السلام) ربيثا ، فأدخلها عليه ـ وأنا عنده ـ فنظر اليها ، فقال : هذه لها قشر ، فأكل منها ونحن نراه .

[৩০১৮১] ১ — মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব বর্ণনা করেছেন আলী ইবনে ইব্রাহিম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি ইবনে আবি উমায়ের থেকে, তিনি হিশাম ইবনে সালিম থেকে এবং তিনি উমর ইবনে হানজালা থেকে। তিনি (উমর ইবনে হানজালা) বলেন:
আমি একটি পোটলায় করে কিছু শুকনো রাবিসা/চিংড়ি (১) নিয়ে আসলাম এবং আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম জাফর আস-সাদিক আ.)-এর নিকট প্রবেশ করলাম। আমি তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: "এটি খাও।" এবং তিনি আরও বললেন: "এটির আঁশ (বা খোসা) আছে।"

শেখ (তুসি) এটি তাঁর সনদে হুসাইন ইবনে সাঈদ থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে খালিদ থেকে, তিনি ইবনে আবি উমায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন। (২)
এবং (শেখ তুসি) তাঁর সনদে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ঈসা থেকে, তিনি বারকি থেকে, তিনি ইবনে আবি উমায়ের থেকেও বর্ণনা করেছেন। (৩)
এবং বারকি তাঁর 'আল-মাহাসিন' গ্রন্থে তাঁর পিতা থেকে, তিনি ইবনে আবি উমায়ের থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (৪)

[৩০১৮২] ২ — এবং তিনি (মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব) তাঁর পিতা থেকে, তিনি হান্নান ইবনে সাদীদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ফায়জ ইবনে মুখতার আবু আব্দুল্লাহ (আ.)-কে কিছু রাবিসা/চিংড়ি উপহার দিলেন। তিনি যখন সেটি তাঁর কাছে নিয়ে আসলেন—তখন আমি তাঁর কাছেই ছিলাম—ইমাম সেটির দিকে তাকালেন এবং বললেন: "এটির আঁশ আছে।" অতঃপর তিনি সেটি খেলেন এবং আমরা তা দেখছিলাম।

টীকা ও তথ্যসূত্র:

(১) মূল উৎসে: রাবিসা (আরবিতে 'রা' বর্ণে কাসরা বা জের এবং 'বা' বর্ণে তাশদিদ যোগে)। এটি এক ধরণের মাছ (আল-মুগরিব লিল মুতাররিজি [১:১৯৮])। একইভাবে 'মাজমাউল বাহরাইন' গ্রন্থেও (২:২৫৪) বর্ণিত হয়েছে আর সেটি হলো চিংড়ি মাছ।

(২) এ বিষয়ে সাধারণ প্রমাণাদি এই অনুচ্ছেদসমূহের ওসাইলুশ শিয়া খন্ড নং-২৪ এর ৮ ও ৯ নম্বর অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৩) আল-কাফি ৬: ২২০ | ৫।

(৪) আল-মাহাসিন: ৪৭৮ | ৪৯৫।

ওসাইলুশ শিয়া, খন্ড- -২৪, পৃষ্ঠা ১৪০, হাদিস, ৩০১৮১ এবং ৩০১৮২

ورواه الصدوق باسناده عن حنان بن سدير مثله (1) .

ـ محمد بن الحسن باسناده عن 3 [30183]

أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، قال : كتبت إليه .

وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن اسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) : اختلف الناس عليّ في الربيثا ، فما تأمرني به فيها ؟ فكتب (عليه السلام) : لا بأس بها (1) .

ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، أنه كتب إلى الرضا (عليه السلام) وذكر مثله (2) .

ورواه في (عيون الاخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد ابن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ، قال : سألته ، وذكر الحديث (3) .

.

Maqtabethaqalayn.com

ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن 4 [30184]
يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الربيثا ؟ فقال : لا تأكلها ، فانا لا نعرفها في السمك . يا عمار . الحديث
أقول : هذا محمول على الكراهة ، لما مضى (1) ويأتي (2) ، ذكره الشيخ

(শায়খ) সাদুক তাঁর সনদে হান্নান ইবনে সাদীদ থেকে অনুরুপ বর্ণনা করেছেন। (১)
[৩০১৮৩] ৩ — মুহাম্মদ ইবনে হাসান (শায়খ তুসি) তাঁর সনদে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ঈসা থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল ইবনে বাযি' থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "আমি তাঁর (ইমামের) নিকট পত্র লিখেছিলাম।"
এবং (শায়খ তুসি) তাঁর সনদে হুসাইন ইবনে সাঈদ থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:
আমি আবুল হাসান আর-রেজা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট লিখে পাঠালাম: রাবিসা (চিংড়ি জাতীয় মাছ) নিয়ে মানুষেরা আমার কাছে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করছে; আপনি আমাকে এ বিষয়ে কী আদেশ করেন?

জবাবে তিনি (আ.) লিখে পাঠালেন: "এতে কোনো সমস্যা নেই (এটি খাওয়া বৈধ)।" (১)

সাদুক তাঁর সনদে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল ইবনে বাযি' থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইমাম রেজা (আ.)-এর নিকট লিখেছিলেন এবং অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। (২)
এবং এটি 'উয়ুনুল আখবার' গ্রন্থে জাফর ইবনে নুয়াইম ইবনে শাযান থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে শাযান থেকে, তিনি ফজল ইবনে শাযান থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল ইবনে বাযি' থেকে এবং তিনি আবুল হাসান আর-রেজা (আ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইসমাইল) বলেন: "আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম..." এবং এরপর পূর্ণ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। (৩)
[৩০১৮৪] ৪ — এবং (শায়খ তুসি) তাঁর সনদে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া থেকে, তিনি আহমদ ইবনে হাসান থেকে, তিনি আমর ইবনে সাঈদ থেকে, তিনি মুসাদ্দিক ইবনে সাদাকা থেকে, তিনি আম্মার ইবনে মুসা থেকে এবং তিনি আবু আব্দুল্লাহ (আ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আম্মার) বলেন:

আমি তাঁকে (ইমাম সাদিক আ.) রাবিসা/চিংড়ি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: "হে আম্মার এটি খেও না, কারণ আমরা মাছের মধ্যে এটিকে চিনি না (মাছ হিসেবে গণ্য করি না),

১.টিকাঃ: ৪ নম্বর হাদিসে ইমাম সাদিক (আ.) রাবিসা খেতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু এর আগের হাদিসগুলোতে (১, ২ ও ৩ নম্বর) ইমাম নিজে রাবিসা খেয়েছেন এবং খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

২. সিদ্ধান্ত: হাদিস বিশারদগণ (যেমন শায়খ আল-হুর আল-আমিলি) ব্যাখ্যা করেছেন যে, যেহেতু অন্য সব হাদিসে এটি হালাল বলা হয়েছে, তাই ৪ নম্বর হাদিসের নিষেধজ্ঞাটি 'হারাম' হওয়ার জন্য নয়, বরং এটি একটি অনুত্তম বা মাকরূহ কাজ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

(১) মানলা ইয়াহদুরুহুল ফকিহ ৩: ২১৫ | ৯৯৯। (এটি শায়খ সাদুকের 'মান লা ইয়াহদুরুহুল ফকিহ' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ২১৫ পৃষ্ঠার ৯৯৯ নম্বর হাদিসকে নির্দেশ করছে)

৩ — তাহজিব আল আহকাম ৯: ৮১ | ৩৪৭, এবং আল-ইসতিবসার ৪: ৯১ | ৩৪৬। (আত-তাহজিব গ্রন্থের ৯ নম্বর খণ্ডের ৮১ পৃষ্ঠার ৩৪৭ নম্বর হাদিস এবং আল-ইসতিবসার গ্রন্থের ৪ নম্বর খণ্ডের ৯১ পৃষ্ঠার ৩৪৬ নম্বর হাদিস)
(১) তাহজিব আল আহকাম ৯: ৬ | ১৯।
(২) আল-ফকিহ ৩: ২১৫ | ৯৯৮।
(৩) উয়ুনু আখবারির রেজা (আলাইহিস সালাম) ২: ২০ | ৪৪।

৪ — আত-তাহজিব ৯: ৮০ | ৩৪৫, এবং আল-ইসতিবসার ৪: ৯১ | ৩৪৮; এর একটি অংশ 'আবুয়াবুজ জাবায়িহ' (জবেহ সংক্রান্ত অধ্যায়)-এর ৩৭ নম্বর অনুচ্ছেদের ৬ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।
ওসাইলুশ শিয়া, খন্ড- -২৪, পৃষ্ঠা ১৪১, হাদিস, ৩০১৮৩ এবং ৩০১৮৪

Maqtabethaqalayn.com

[30185] 5 ـ وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، بن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن (عليه السلام) ، قال : قلت له : جعلت فداك ، ما تقول في أكل الاربيان ؟ قال : فقال لي : لا بأس بذلك والاربيان ضرب من السمك ، قال : قلت : قد روى بعض مواليك في أكل الربيثا ، قال : فقال : لا بأس به .

[30186] 6 ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن محمد ومحمد بن أبي عمير جميعا ، عن الفضل بن يونس ، قال : تغدى أبوالحسن (عليه السلام) عندي بمنى ، ومعه محمد بن زيد ، فأتينا بسكرجات وفيها الربيثا ، فقال له محمد بن زيد : هذه الربيثا ، قال : فأخذ لقمة ، فغمسها فيه ، فأكلها (1) .

[30187] 7 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أحمد بن محمد ، عن (جعفر بن محمد الاحول) (1) ، عن رجل ، عن أبي الحسن (عليه السلام) ، قال : شهدته مع جماعة ، فاتى بسكرجات ، فمد يده إلى سكرجة (2) فيها ربيثا ، فأكل منه ، فقال بعضهم : أردت أن أسألك عنها ، وقد رأيتك أكلتها ، فقال : لا بأس بأكلها .

[30188] 8 ـ وعن أبيه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن عليّ بن حنظلة ، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الربيثا ، فقال : قد سألني عنها غير واحد واختلفوا عليّ في صفتها ، قال : فرجعت ، فأمرت بها ، فجعل

[৩০১৮৫] ৫ — এবং (শায়খ তুসি) তাঁর সনদে মুহাম্মদ ইবনে হাসান আল-সাফফার থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে উবাইদ থেকে, তিনি ইউনুস ইবনে আবদুর রহমান থেকে এবং তিনি আবুল হাসান (ইমাম কাজিম বা ইমাম রেজা আ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইউনুস বলেন:
আমি তাঁকে বললাম: "আমি আপনার জন্য উৎসর্গিত হই! আরবিয়ান (চিংড়ি) খাওয়া সম্পর্কে আপনি কী বলেন?" তিনি আমাকে বললেন: "এতে কোনো সমস্যা নেই; আরবিয়ান এক প্রকারের মাছ।" ইউনুস বলেন, আমি পুনরায় বললাম: "আপনার অনুসারীদের কেউ কেউ রাবিসা খাওয়া সম্পর্কে (আপনার থেকে) বর্ণনা করেছেন।" তিনি বললেন: "তাতেও কোনো সমস্যা নেই।"

[৩০১৮৬] ৬ — এবং (শায়খ তুসি) তাঁর সনদে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ঈসা থেকে, তিনি বকর ইবনে মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইবনে আবি উমায়ের—উভয় থেকে, তাঁরা ফজল ইবনে ইউনুস থেকে বর্ণনা করেছেন। ফজল বলেন:

আবুল হাসান (আ.) মিনা প্রান্তরে আমার কাছে দুপুরের খাবার খেলেন এবং তাঁর সাথে মুহাম্মদ ইবনে যাইদ ছিলেন। আমাদের সামনে ছোট ছোট বাটি (১) আনা হলো যার মধ্যে রাবিসা ছিল। মুহাম্মদ ইবনে যাইদ তাঁকে বললেন: "এটি হলো রাবিসা।" বর্ণনাকারী বলেন: ইমাম এক লোকমা খাবার নিলেন এবং তাতে এটি ডুবিয়ে খেলেন।

[৩০১৮৭] ৭ — আহমদ ইবনে আবি আব্দুল্লাহ আল-বারকি তাঁর 'আল-মাহাসিন' গ্রন্থে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ থেকে, তিনি জাফর ইবনে মুহাম্মদ আল-আহওয়াল (১) থেকে, তিনি জনৈক ব্যক্তি থেকে এবং তিনি আবুল হাসান (আ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

আমি একদল লোকের সাথে তাঁর উপস্থিতিতে ছিলাম। তখন কিছু ছোট বাটি আনা হলো। তিনি একটি বাটির (২) দিকে হাত বাড়ালেন যাতে রাবিসা ছিল এবং সেখান থেকে খেলেন। তখন উপস্থিতদের একজন বললেন: "আমি আপনাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমি আপনাকে এটি খেতে দেখলাম।" তিনি বললেন: "এটি খাওয়ায় কোনো সমস্যা নেই।"

[৩০১৮৮] ৮ — এবং (বারকি) তাঁর পিতা থেকে, তিনি সাফওয়ান থেকে, তিনি আবদুর রহমান ইবনে হাজ্জাজ থেকে এবং তিনি আলী ইবনে হানজালা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আবু আব্দুল্লাহ (আ.)-কে রাবিসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: "একাধিক ব্যক্তি আমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে এবং এর বর্ণনা দিতে গিয়ে তারা মতবিরোধ করেছে।" বর্ণনাকারী বলেন: এরপর আমি ফিরে আসলাম (পূর্ববর্তী হাদিসের অংশ) ...অতঃপর আমি এটি সংগ্রহের নির্দেশ দিলাম এবং একটি পাত্রে (১) করে তা তাঁর (ইমামের) নিকট নিয়ে আসলাম। আমি তাঁকে চিংড়ি সম্পর্কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে তিনি আগের মতোই উত্তর দিলেন। আমি বললাম: "আমি এটি আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।" তিনি হেসে দিলেন। এরপর আমি তাঁকে এটি দেখালাম। তিনি বললেন: "এতে কোনো সমস্যা নেই।"

তথ্যসূত্র

৫ — তাহজিব আল আহকাম ৯: ১৩ | ৫০।

৬ — তাহজিব আল আহকাম ৯: ৮২ | ৩৪৮, এবং আল-ইসতিবসার ৪: ৯১ | ৩৪৭।

(১) মূল উৎসে আছে: "অতঃপর তিনি এটি খেলেন।"

৭ — আল-মাহাসিন: ৪৭৮ | ৪৯৬।

(১) মূল উৎসে আছে: "জাফর ইবনে ইয়াহইয়া আল-আহওয়াল।"

(২) আল-সুকাররাজাহ (السكرجة): এটি একটি ছোট পাত্র বা বাটি। (মাজমাউল বাহরাইন ২: ৩১০)।

৮ — আল-মাহাসিন: ৪৭৮ | ৪৯৭।

ওসাইলুশ শিয়া, খন্ড- -২৪, পৃষ্ঠা ১৪২, হাদিস, ৩০১৮৫, ৩০১৮৬, ৩০১৮৭, ৩০১৮৮

শব্দার্থ ও নোট:

১. আরবিয়ান (الاربيان): এটি আধুনিক আরবিতেও চিংড়ি মাছকেই বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এই হাদিসটি চিংড়ি মাছ হালাল হওয়ার একটি স্পষ্ট দলিল। ২. সুকাররাজাহ (السكرجة): এটি এমন ছোট বাটি বা পাত্র যাতে আচার, চাটনি বা ছোট মাছের মতো পার্শ্ব-খাবার পরিবেশন করা হতো।

৩. ইমামের আচরণ: ইমামের নিজের কোনো খাবার খাওয়া (ফেল-এ-ইমাম) ইসলামি শরিয়তে ঐ বিষয়টি হালাল হওয়ার চূড়ান্ত প্রমাণ বহন করে।

ـ وعن هارون بن مسلم ، عن 9 [30189]
مسعدة بن صدقة ، قال : سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الربيثا ، فقال : لا بأس بأكلها ، ولوددت أن عندنا منها .
ورواه الحميري في قرب الاسناد عن هارون بن مسلم مثله (1) .

ـ وعن السياري ، عن محمد بن 10 [30190]
جمهور ، عن رجل ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنه سأله عن الاربيان ، وقال : هذا يتخذ منه شيء يقال : له الربيثا ، فقال : كل ، فانه جنس من السمك ، ثم قال : أما تراها تقلقل في قشرها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، في احاديث الحصر (2) ، وفي احاديث السمك الذي له قشر .

[৩০১৯০] ৯ — এবং হারুন ইবনে মুসলিম থেকে, তিনি মাসআদাহ ইবনে সাদাকা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:
আবু আব্দুল্লাহ (আ.)-কে রাবিসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: "এটি খাওয়ায় কোনো সমস্যা নেই। আমার খুব ইচ্ছে হয় যদি আমাদের কাছে এটি (খাওয়ার জন্য) থাকতো।"
হিময়ারি তাঁর 'কুরবুল ইসনাদ' গ্রন্থে হারুন ইবনে মুসলিম থেকে অনুরুপ বর্ণনা করেছেন। (১)

[৩০১৯১] ১০ — এবং সাইয়্যারি থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে জুমহুর থেকে, তিনি জনৈক ব্যক্তি থেকে এবং তিনি আবু আব্দুল্লাহ (আ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।
সেই ব্যক্তি তাঁকে (ইমামকে) আরবিয়ান (চিংড়ি) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন: "এটি থেকে এমন কিছু তৈরি করা হয় যাকে রাবিসা বলা হয়।" ইমাম বললেন: " খাও, কারণ এটি মাছেরই একটি প্রজাতি।" এরপর তিনি বললেন: "তুমি কি দেখছো না যে এটি তার খোসার (আঁশের) ভেতর নড়াচড়া করে?"

শেখ হুর আমালি (রহ)’ বলেনঃ ইতিপূর্বে এ বিষয়ে প্রমাণাদি অতিবাহিত হয়েছে (১); যা (খাদ্যদ্রব্যের) সীমাবদ্ধতা সংক্রান্ত হাদিসসমূহে (২) এবং সেই মাছ সংক্রান্ত হাদিসসমূহে বর্ণিত হয়েছে যেগুলোর আঁশ রয়েছে।

তথ্য সুত্রঃ
ওসাইলুশ শিয়া, খন্ড- -২৪, পৃষ্ঠা ১৪৩, হাদিস, ৩০১৯০, ৩০১৯১

(১) বন্ধনীভুক্ত অংশটি মূল পাণ্ডুলিপি বা উৎসের পাঠভেদে রয়েছে। (১) কুরবুল ইসনাদ: ৭৬। (১) এই পরিচ্ছেদের ৮ ও ৯ নম্বর অধ্যায়ে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। (২) ৫ নম্বর অধ্যায়েও এ সংক্রান্ত আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

এই শেষ হাদিসটি (১০ নম্বর) আপনার আগের প্রশ্নের চমৎকার উত্তর দেয়। এখানে ইমাম স্পষ্ট করে দিয়েছেন:

- আরবিয়ান ও রাবিসা একই জাতীয়: আরবিয়ান (চিংড়ি) থেকেই রাবিসা তৈরি হয় বা এটি একই গোত্রের।
- বিজ্ঞানসম্মত পর্যবেক্ষণ: ইমাম একটি চমৎকার প্রাকৃতিক নিদর্শন দিয়েছেন—"এটি তার খোসার ভেতর নড়াচড়া করে।" চিংড়ির শরীরের শক্ত আবরণটিকেই ইমাম মাছের 'আঁশ' (Scale) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যার ফলে এটি হালাল হিসেবে গণ্য হয়।

উসুলে হাদিসের সিদ্ধান্ত

১. চিংড়ি ও রাবিসা খাওয়া বৈধ (হালাল)
অধিকাংশ হাদিস (১, ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ৯ ও ১০ নং) অনুযায়ী রাবিসা (চিংড়ি জাতীয় ছোট মাছ) এবং আরবিয়ান (বড় চিংড়ি) খাওয়া সম্পূর্ণ বৈধ। ইমামগণ (আ.) নিজে এটি খেয়েছেন এবং অন্যদের খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।
২. কেন এটি হালাল? (আঁশ বা খোসার শর্ত)
শিয়া ফিকহ অনুযায়ী কেবল আঁশযুক্ত মাছ হালাল। ইমামগণ এই হাদিসগুলোতে স্পষ্ট করেছেন যে:

- চিংড়ির শরীরের বাইরের আবরণ বা খোসা (Shell) মাছের 'আঁশ' (Scale) হিসেবে গণ্য।
- হাদিসে বলা হয়েছে, "এটি তার খোসার ভেত

৩. নিষেধাজ্ঞামূলক হাদিসের ব্যাখ্যা (হাদিস নং ৪)
৪ নম্বর হাদিসে ইমাম সাদিক (আ.) রাবিসা খেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু হাদিস বিশারদগণ (যেমন শায়খ তুসি ও শায়খ হুর আল-আমিলি) এর দুটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন:

- এটি মাকরূহ বা অপছন্দনীয় (হারাম নয়)।
- অথবা, তৎকালীন সময়ে মানুষ এটিকে মাছ হিসেবে চিনত না বলে ইমাম প্রাথমিক সতর্কতা দিয়েছিলেন। তবে পরবর্তী অসংখ্য সহিহ হাদিসে ইমামদের নিজের খাওয়ার আমল দ্বারা এটি হালাল প্রমাণিত হয়েছে।

৪. ইমামদের পছন্দ
৯ নম্বর হাদিস থেকে জানা যায় যে, ইমাম জাফর আস-সাদিক (আ.) এই মাছটি পছন্দ করতেন। তিনি বলেছিলেন, "আমার খুব ইচ্ছে হয় যদি আমাদের কাছে এটি থাকতো।"

অতএব;
১০টি হাদিসের সমন্বিত নির্যাস হলো—চিংড়ি মাছ (রাবিসা/আরবিয়ান) খাওয়া ইসলামি শরিয়তে (শিয়া জাফরি মাজহাব অনুযায়ী) সম্পূর্ণ বৈধ এবং হালাল। কারণ এর শরীরের আবরণটি কারিগরিভাবে মাছের আঁশের মর্যাদা রাখে।